রাজশাহীর পবা উপজেলার চর মাজারদিয়া সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে কিশোর মোঃ সুজন আলী নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৭ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চর মাজারদিয়া গ্রামের মোঃ শুকুর আলী ও মোছাম্মত তাজজেমা বেগমের ছেলে মোঃ সুজন আলী (১৬) বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী মেইন পিলার ৬১ এর সাব ১ ও ২ নম্বর পিলারের মাঝখানে পদ্মার এক শাখা নদীতে মাছ ধরতে গেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা সুজনকে গুলি করে হত্যা করে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ৭ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় রাজশাহী জেলার মাজারদিয়া সীমান্তে পদ্মার এক শাখা নদীতে সুজন আলী মাছ ধরার জন্য জাল পেতে বাড়ীতে ফিরে। রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় সুজন নদীতে যায় এবং টর্চ লাইটের আলোতে মাছ ধরতে থাকে। এ সময় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার হারুভাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বিএসএফ সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে সুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায় বলে সুজনের মা এবং তার ফুপার অভিযোগ।

তথ্যানুসন্ধানে আরো জানা যায়, সুজন আলী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং মাজারদিয়া চরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকার কারণে তার আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্য সুজন কৃষিকাজ করে তার পরিবারকে সাহায্য করত। পরিবারের মাছের চাহিদা পূরণ করার জন্য সুজন মাঝে মাঝে পদ্মা নদীর শাখা নদীতে মাছ ধরতে যেত।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে–

- সুজনের আত্মীয়-স্বজন
- সুজনের লাশের প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

মোঃ সুজন আলী (১৬) (ছবিঃ সংগৃহীত)

মোছাম্মত তাজজেমা বেগম (৪৫), সুজনের মা

মোছাম্মত তাজজেমা বেগম অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় সুজন সীমান্তবর্তী মেইন পিলার ৬১ এর সাব পিলার ১ এবং ২ এর মাঝখানে পদ্মার এক শাখা নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল পেতে বাড়িতে ফিরে আসে। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় জালে মাছ আটকা পড়েছে কিনা তা দেখার জন্য সুজন ওই শাখা নদীতে যায়। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি গুলির শব্দ শুনতে পান। সুজন বাড়ি ফিরতে দেরি করায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.১৫ টায় প্রতিবেশী রুস্তম আলী ও শাহজাহান সুজন আলীর লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে ঐ দুইজনের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, সুজন আলীর গুলিবিদ্ধ লাশ নদীতে ভাসছিল। তিনি দেখতে পান, লাশের ডান চেখের নিচে গুলি লেগে মাথার পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে।

মোঃ হাবিবুর রহমান, (৪৩) সুজনের ফুপা ও প্রতিবেশী

মোঃ হাবিবুর রহমান অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় সুজন সীমান্তবর্তী মেইন পিলার ৬১ এর সাব পিলার ১ এবং ২ এর মাঝখানে পদ্মার এক শাখা নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল পেতে বাড়িতে ফিরে আসে। জালে মাছ আটকা পড়েছে কিনা তা দেখার জন্য সুজন রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় ওই শাখা নদীতে যায়। রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় তিনি শাখা নদীর সীমান্তে একটি গুলির শব্দ শুনতে পান। তাঁর স্ত্রী মোছাম্মত আছিয়া বেগম তাঁকে জানান, সুজন সীমান্তে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরত আসেনি। তিনি ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় সুজন বাড়ি এসেছে কিনা তা জানতে সুজনদের বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখেন, সুজনের প্রতিবেশী শাহজাহান আলী ও রুস্তম আলী একত্রে সুজনের গুলিবিদ্ধ লাশ বাড়িতে এনেছে। শাহজাহান তাঁকে জানান, শাখা নদীর সীমান্তে গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশী রুস্তম আলীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেখানে যান এবং দেখেন, মাছ ধরার জালের কাছে সুজনের গুলিবিদ্ধ লাশ পানিতে ভাসছে। শাহজাহান এবং রুস্তম পানি থেকে লাশ তুলে বাড়ি নিয়ে আসেন। তিনি দেখেন, লাশের ডান চোখের একটু নিচে গুলি লেগে মাথার পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে। ৮ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায়

সুজনের লাশ মাজারদিয়া গোরস্থানে দাফন করতে গেলে, ৩৭ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মাজারদিয়া সাব পোস্টের সদস্যরা কবরস্থানে আসেন। ময়না তদন্ত করার জন্য বিজিবি সদস্যরা দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় সুজনের লাশ নিয়ে রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানায় যান। ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় রাজপাড়া থানার এসআই রাজীবুল ইসলাম সুজনের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এবং লাশ ময়না তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান। ৯ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় ময়না তদন্ত শেষে মর্গ থেকে তিনি সুজনের লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরেন। বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় সুজনের লাশ চর মাজারদিয়া গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করেন বলে জানান।

মোঃ শাহজাহান আলী (২৫), সুজনের লাশ সনাক্তকারী ও প্রতিবেশী
মোঃ শাহজাহান আলী অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় একটি গুলির শব্দ শুনতে পান। সীমান্তে কেন গুলির শব্দ হল তা জানার জন্য প্রতিবেশী রুস্তম আলীকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খোঁজ করে দেখেন যে, মেইন পিলার ৬১ এর সাব পিলার ১ এবং ২ এর মাঝামাঝি শাখা নদীর পানিতে একটি লাশ ভাসছে। লাশের কাছে গিয়ে তিনি দেখেন, সেটি তাঁর প্রতিবেশী সুজনের। ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.১৫ টায় তিনি এবং রুস্তম আলী লাশটি নদী থেকে তুলে সুজনের বাড়িতে নিয়ে যান।

উপরের ছবিতে শাখা নদীর পানিতে গোল চিহ্নিত জায়গায় সুজন আলীর লাশ ভেসেছিল। এখান থেকে লাশটি প্রতিবেশী শাহজাহান ও রুস্তম উদ্ধার করেন। (ছবিঃ অধিকার, তারিখ- ১০ অক্টোবর ২০১২)

সুবেদার মোঃ মোরশেদ মিয়া, ডি কোম্পানী কমান্ডার, ৩৭ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, রাজশাহী

সুবেদার মোঃ মোরশেদ মিয়া অধিকারকে জানান, ৮ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় চর মাজারদিয়া সাব পোস্টের এক বিজিবি সদস্য তাঁকে বলেন, ৭ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় বিএসএফ এর গুলিতে চর মাজারদিয়া গ্রামের সুজন আলী নামের এক কিশোর মারা গেছে। এরপর তিনি ৩৭, বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর সোলায়মান হোসেনকে তা জানান। মেজর সোলায়মান হোসেনের নির্দেশে তিনি ৮ অক্টোবর সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার হারুভাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পে কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের জন্য একটি চিঠি পাঠান। বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় সীমান্তের ৫৬ নম্বর মেইন পিলারের ১ নম্বর সাব পিলারের কাছে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে তিনি এবং বিএসএফ পক্ষে ১৩০ বিএসএফ এর ই কোম্পানীর কমান্ডার ইন্সপেক্টর ডিএস ক্যান্ডারি নেতৃত্ব দেন। ইন্সপেক্টর ডিএস ক্যান্ডারি পতাকা বৈঠকে মোঃ মোরশেদ মিয়াকে জানান, মাজারদিয়া সীমান্তে সুজন নামে কোন কিশোরের মৃত্যুর সঙ্গে বিএসএফ জড়িত নয়।

মোঃ জিল্লুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

মোঃ জিল্লুর রহমান অধিকারকে জানান ৮ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় এক সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারেন, মাজারদিয়া সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে সুজন আলী নামে এক কিশোর মারা গেছে। এ ব্যাপার তিনি এসআই মোঃ রাজীবুল ইসলামকে খোঁজখবর নেয়ার জন্য দায়িত্ব দেন।

এসআই মোঃ রাজীবুল ইসলাম, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

এসআই মোঃ রাজীবুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ৮ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.৩৫ টায় ওসি মোঃ জিল্লুর রহমান তাঁকে চর মাজারদিয়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে সুজন আলীর মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বলেন। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তিনি মাজারদিয়া সীমান্ত ফাঁড়ীর বিজিবি সদস্যদের কাছ থেকে সুজন আলীর লাশ বুঝে পান। বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় সুজন আলীর পিতা মোঃ শুকুর আলী থানায় আসেন এবং অজ্ঞাতনামা বিএসএফ সদস্যদের আসামী করে বাংলাদেশ দ-বিধি ১৮৬০ এর ৩০২ নং ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৭, তারিখ: ৮/১০/২০১২। তিনি সেই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, লাশের ডান চোখের একটু নিচে গুলি লেগে মাথার পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে। তিনি লাশ ময়না তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান। ৯ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় ময়না তদন্ত শেষে সুজনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে যা খুঁজে পান তা হলো, ৭ অক্টোবর ২০১২

রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় সুজন যখন জ্বলন্ত টর্চ লাইট মুখে ধরে মাছ ধরছিল, তখন তাকে লক্ষ্য করে ভারতের ভেতর থেকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছুড়েঁছিল। সেই গুলি সুজনের মুখের কাছে লাগায় সে মারা যায়।

ডাঃ মোঃ আলী মাজরুই রহমান, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডাঃ মোঃ আলী মাজরুই রহমান অধিকারকে জানান, ৯ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.১০ টায় রাজপাড়া থানা পুলিশ সদস্যরা সুজন আলী নামে এক কিশোরের লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে আনেন। তিনি লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি বলেন, লাশের ডান চোখের নিচ দিয়ে গুলি ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে তা বেড়িয়ে যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে যাকে বলা হয়, Infar orbital region যার পরিমাপ ছিল $\frac{1}{4}''$ x $\frac{1}{4}''$ এবং যেদিক দিয়ে গুলি বের হয়েছে তাকে বলা হয়, Right occipital temporal region এর পরিমাপ ছিল $3''$ x $3''$ । গুলি বের হওয়ার ছিদ্রটি তিনি দেখতে পান। গুলিতে সুজন মারা গেছে বলে তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। ময়না তদন্ত শেষে দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় রাজপাড়া থানার পুলিশ সদস্যরা সুজনের লাশ নিয়ে যান।

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার লক্ষ্য করছে যে, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের নিরস্ত্র নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষন, হত্যা-নির্যাতনের মত কর্মকা- চালাচ্ছে। অধিকার মনে করে, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে নিরস্ত্র সাধারণ বাংলাদেশীরা নিয়মিতই সীমান্তে হত্যা-নির্যাতন এবং অপহরণের শিকার হচ্ছেন। অধিকার সীমান্ত অঞ্চলের বাংলাদেশীদের রক্ষায় সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা নেয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছে এবং সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী মানুষদের সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-